দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 4 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

চবিতে এক যুগে বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত ৭৯ শিক্ষক নিয়োগ

■ বায়েক কায়সার, চবি সংবাদদাতা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত এক যুগে বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত ৭৯ শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক প্রীতির বিবেচনায় এসব নিয়োগ হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

যোগ্যদের বঞ্চিত করে শিক্ষক নিয়োগের এ প্রক্রিয়া চলছে বর্তমান মহাজোট সরকার আমলেও। এ সরকার আমলেও ২৭টি পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৪৩ জনকে! এ প্রসঙ্গে উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ বলেন, ১০ থেকে ১২ বছর ধরে কয়েকটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। এসব বিভাগ থেকে শিক্ষক সংকটের কথা জানানো হয়। প্রশাসন সংকট নিরসনে বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে বাড়তি কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা অনুসরণ করেই সব শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০০২ সালের ২৯ জুলাই ৩৮৯তম সিন্ডিকেট সভায় বন বিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের একটি পদের বিপরীতে ৪ জন, ব্যবস্থাপনা বিভাগের একটি পদের বিপরীতে ২ জন, বায়োকেমেস্ট্রি বিভাগের দুটি পদের বিপরীতে ৩ জন, নৃবিজ্ঞান বিভাগের দুটি পদের বিপরীতে ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বরে ৩৯১তম সভায় সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের দুটি পদের বিপরীতে ৩ জন এবং নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ৩৯২তম সভায় আইন বিভাগে একটি পদের বিপরীতে ৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়।

২০০৩ সালে ৩৯৪তম সভায় পরিসংখ্যান বিভাগের একটি পদের বিপরীতে ২ জন, ৩৯৫তম সভায় অর্থনীতি বিভাগের একটি পদের বিপরীতে ২ জন, ৩৯৭তম সভায় ভূগোল বিভাগের একটি পদের বিপরীতে ২ জন, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের দুটি পদের বিপরীতে ৪ জন পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

চবিতে একযুগে বিজ্ঞাপিত পদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। ৩৯৯তম সভায় ফাইন্যান্সের একটি পদের বিপরীতে ২ জন, পরিসংখ্যান বিভাগের তিনটি পদের বিপরীতে ৪ জন, ৪০০তম সভায় উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে দুটি পদের বিপরীতে ৩ জন, মার্কেটিং বিভাগে তিনটি পদের বিপরীতে ৫ জন, লোক প্রশাসন বিভাগে দুটি পদের বিপরীতে ৩ জন এবং বনবিদ্যা বিভাগে একটি পদের বিপরীতে ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। একই বছরে ৪০৫তম সিন্ডিকেট সভায় বিজ্ঞান অনুষদে বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত বিজ্ঞান অনুষদের জন্য ১ জন শিক্ষক এবং ৪০৬তম সভায় গণিত বিভাগে একজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়।

২০০৪ সালেও একইভাবে বিভিন্ন বিভাগে বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেন বিএনপি-জামায়াতপন্থিরা। ওই বছরের ৪০৭তম সিন্ডিকেট সভায় দর্শন বিভাগে দুটি পদের বিপরীতে ৪ জন, ৪১০তম সভায় ফাইন্যান্স বিভাগের পাঁচটি পদের বিপরীতে ৮ জন, ৪১১তম সিন্ডিকেটে রসায়ন বিভাগের ছয়টি পদের বিপরীতে ৮ জন, সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিভাগের দুটি পদের বিপরীতে ৪ জন, ৪১৩তম সভায় অর্থনীতি বিভাগের একটি পদের বিপরীতে ৪ জন, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চারটি পদের বিপরীতে ৮ জন, ৪১৬তম সভায় আইন বিভাগের সাতটি পদের বিপরীতে ৯ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া ২০০৫ সালে ৪২৩তম সভায় ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগে দুটি পদের বিপরীতে ৩ জন, ৪২৪তম সভায় ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের একটি পদের বিপরীতে ২ জন, ৪২৫তম সভায় বনবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের একটি পদের বিপরীতে ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয় বিএনপি-জামায়াত সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এদিকে সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত ১৬ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন। গত ৪৮২তম সিন্ডিকেটে সমাজতত্ত্ব বিভাগে সাতটি পদের বিপরীতে ১০ জন, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের চারটি পদের বিপরীতে ৭ জন, ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের তিনটি পদের বিপরীতে ৫ জন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দুটি পদের বিপরীতে ৪ জন এবং বাংলা বিভাগের তিনটি পদের বিপরীতে ৭ জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া মাইক্রোবায়োলজি বিভাগেও ৪ জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।